দৈনিক সংবাদ

FEB. 14 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রামে ৪ দলীয় জোট

আইনজীবী ও শিক্ষকরা বিভক্ত

নাসির উদ্দিন তোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামে ৪ দলীয় ঐক্যজোটের সমর্থক পেশাজীবীদের ঐক্য ভাঙার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। জামাতপন্থী শিক্ষককে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ এবং চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের ভরাডুবির কারণে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। চট্টগ্রাম বারের নির্বাচনে আ'লীগপন্থী সমন্বয় পরিষদের ধস নামানো বিজয় ঐক্যজোটের শরিকদের রাজনৈতিক মতপার্থক্য উন্মোচনের পাশাপাশি পতনের সূচনা বলে অনেকে মন্তব্য করেন। শরিক-দলের নেতৃবৃন্দ এখন পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। বিরোধীদল নয়, তারাই একে অন্যকে ঘায়েল করার প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানায়, ৪ দলীয় ঐক্যজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর চট্টগ্রাম থেকে একাধিক মন্ত্রী করা হয়। এসব মন্ত্রীর মধ্যে কট্টরপন্থীরা জামাত বিরোধী ভূমিকা পালন করে আসছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সরকার শুরু থেকে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রায় ২ মাস পূর্বে জামাতপন্থী শিক্ষক প্রফেসর ড. মো. শামছুদ্দিনকে উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। এরপরও তারা উপাচার্য পদের জন্য বিশেষ লবিং চালান। অধিকাংশ বিএনপিপন্থী শিক্ষক আশা করেছিলেন প্রফেসর ড. ইউসুফ শরীফ আহমদ, প্রফেসর ড. মাহবুব উল্লা ও সাবেক উপ-উপাচার্য বদিউলের মধ্যে যে কোন একজন উপাচার্য হচ্ছেন। তাদের জন্য একাধিক মন্ত্রী পৃথকভাবে তদবির চালিয়ে যান দীর্ঘদিন যাবৎ। কিন্তু এক মন্ত্রী ও এক হুইপের তদবিরে গত ২রা ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ পান জামাতপন্থী শিক্ষক প্রফেসর এ জে. এম নুরউদ্দিন। তাঁর নিয়োগে বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা হতাশ হন। কিন্তু জামাতপন্থীরা উল্লসিত হন।

সূত্র জানায়, নয়া উপাচার্যকে বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা লোক দেখানো সহযোগিতা করলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটেনি দীর্ঘ ৮ মাস পরও। উদারপন্থীদের মধ্যে থেকে উপাচার্য নিয়োগ না দেয়ায় ছাত্রলীগসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো আরো কঠোর আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে। ছাত্রদলের একটি গ্রুপও বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে। তারা বিএনপির একাংশের সঙ্গে মিশে অচলাবস্থার নেপথ্যে ইন্ধন যোগাচ্ছে। '৯৪ সালে চ.বি শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মুছা হত্যার পেছনে জামাত-শিবির জড়িত থাকায় ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ দু'পদে জামাতি শিক্ষকদের অবস্থান সহজে মেনে নিতে পারছে না। তারা জামাতপন্থী শিক্ষকদের একাংশ প্রফেসর আবু সালেহকে উপাচার্য হিসেবে চেয়েছিলেন। তাদের একাংশও বিরোধিতা করেছে বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসন নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ওদিকে চট্টগ্রাম বারের সরকারি আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে ৪ দলীয় জোটের শরিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় প্রায় দেড় মাস পূর্বে। জামাতসহ শরিক ছোট দু'দলের আইনজীবীদের মধ্যে সংখ্যানুপাতে সরকারি আইনজীবী নিয়োগ না দেয়া, জুনিয়র আইনজীবীদের সরকারি আইনজীবী নিয়োগ নিয়ে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। পরে দলভুক্ত আইনজীবীদের সভায় হাতাহাতির কারণে সভা মুলতুবি করা হয়। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় গত ১০ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বারের নির্বাচনে ৪ দলীয় জোটের পরাজয়। আওয়ামীপন্থী সমন্বয় পরিষদের ব্যানারে শফিউল-নজমুল প্যানেলের কাছে ঐক্য-জোটের ব্যানারে হারুন-আবদুল্লাহ প্যানেলের ভরাডুবি হয়। ১৮টি পদের সবক'টি পদে জয় পায় আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ। এ বিশাল পরাজয়ের ব্যাপারে বিএনপি ও জামাত সমর্থিত আইনজীবীরা পরস্পরকে দায়ী করছেন এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। ৪ দলীয় জোটের শরিক অন্য দু'টি ছোট দলের শীর্ষ নেতারাও হতাশ ঐক্যজোট সরকারের কাছ থেকে কোন সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে। এভাবে দীর্ঘদিন তারাও বসে থাকবেন না। নেমে আসবেন নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে—এ অভিমত অনেক নেতার।